পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছেন না বশেমুরবিপ্রবির দেড় শতাধিক শিক্ষার্থী

গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি

২০ নভেম্বর ২০১৯ ০০:০০ | আপডেট: ২০ নভেম্বর ২০১৯ ০০:৪৫

গোপালগঞ্জ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বশেমুরবিপ্রবি) ইলেকট্রনিক অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং (ইটিই) বিভাগের শিক্ষার্থীরা বিভাগ পরিবর্তনের এক দফা দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। ২৭ নভেম্বর তাদের সেমিস্টার পরীক্ষা শুরু হওয়ার কথা রয়েছে। ১৪ নভেম্বর ছিল ফরম পূরণের শেষ দিন। এ পর্যন্ত কোনো শিক্ষার্থীই ফরম পূরণ করেননি। ক্ষতির মুখে পড়বেন জেনেও দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত এ আন্দোলন চালিয়ে যাবেন বলে জানিয়েছেন আন্দোলনরত ইটিই বিভাগের ১৫৮ শিক্ষার্থী।

শিক্ষকদের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা হলে ইটিই বিভাগের চাকরির বাজারের বর্তমান অবস্থা এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইটিইর বিলুপ্তির বিষয়টি স্বীকার করে বিভাগ পরিবর্তনের সুযোগ দিয়ে এই সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দেন শিক্ষকরা। কিন্তু টানা ২৪ দিন পার হয়ে গেলেও প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।

advertisement

আন্দোলনের যৌক্তিকতা তুলে ধরে শিক্ষার্থীরা বলেন, ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং (ইইই) বিভাগের সিলেবাসের সঙ্গে ইটিই বিভাগের সিলেবাসে ৮০-৯০ ভাগ মিল রয়েছে। তার পরও চাকরি ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার হতে হচ্ছে ইটিই বিভাগের শিক্ষার্থীদের।

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (বিসিএস) ও পাবলিক সার্ভিস কমিশন (পিএসসি) গৃহীত পরীক্ষায় ইটিই বিভাগের জন্য স্বতন্ত্র কোনো সিলেবাস প্রণয়ন করা হয়নি। সে জন্য ইইই বিভাগের প্রণীত পাঠ্যসূচি অনুযায়ী পরীক্ষায় অংশ নিতে হয়। ইটিই এর বিষয়ভিত্তিক বেশিরভাগ চাকরিতে ইটিইর গ্র্যাজুয়েটদের পরিবর্তে ইইই গ্র্যাজুয়েটদের থেকে আবেদন আহ্বান করে। বিষয়ভিত্তিক বিকল্প হিসেবে ইইই বিভাগকে গুরুত্ব দেওয়া হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইটিই বিভাগের গুরুত্ব পাওয়ার কথা। এখানেও বৈষম্যের শিকার হচ্ছি আমরা।

এ বিষয়ে বশেমুরবিপ্রবির ইটিই বিভাগের চেয়ারম্যান ও ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য প্রফেসর ড. মো. শাহজাহান বলেন, ইটিই বিভাগের শিক্ষার্থীরা এক দফা দাবি নিয়ে আন্দোলন করে আসছে। আমি তাদের ক্লাসে ফেরানোর চেষ্টা করেছি। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনো ইটিই বিভাগ চলমান রয়েছে। সেসব বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা যদি পাস করে চাকরি পায়, তা হলে আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা পাবে না কেন?